পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
কর্মী ব্যবস্থাপনা, শৃংখলা ও আপিল বিভাগ
www.pallisanchaybank.gov.bd

স্মারক নং পসব্য/প্রকা/প্রশা-২২(৮৯)/২০২০-২১/ ৬০০২ তারিখঃ ১০-০১-২০২১খ্রি.

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৬ এর অধীনে রুজুকৃত শৃংখলাজনিত বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ১০/২০২০-২১

চূড়ান্ত কারণ দর্শানো নোটিশ

যেহেতু আপনি জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল (এম-৬৬১), কম্পিউটার অপারেটর (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ডুমুরিয়া শাখা, খুলনা, উক্ত শাখায় কম্পিউটার অপারেটরের দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত গুরুতর অনিয়মের দায়ে আপনাকে ০৫/০৭/২০২০ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৬ এর ৩৮ (ক), (খ), (ঙ) ও (চ) প্রবিধি মোতাবেক দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসদাচরণ, দুর্নীতি, চুরি ও আত্মসাতের দায়ে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ১০/২০২০-২১ রুজুপূর্বক ০১/০৯/২০২০ তারিখে পসব্য/প্রকা/প্রশা-২২(৮৯)/২০২০-২১/৫৬৮ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা জারী করা হইয়াছিল, আপনি উহার জবাব দাখিল করিয়াছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত মামলাটি তদন্তের জন্য তদন্ত বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন, আপনি তদন্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

০২। যেহেতু তদন্ত বোর্ড উক্ত বিভাগীয় মামলাটি প্রবিধি মোতাবেক তদন্তান্তে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিয়াছিলেন।

০৩। যেহেতু কর্তৃপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আপনার জবাব, তদন্ত বোর্ডের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আপনি জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল, আপনাকে আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগসমূহের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৬ এর ৩৯(১)(খ) প্রবিধি মোতাবেক গুরুদন্ডে দন্ডিত করিবার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং উক্ত প্রবিধি মোতাবেক কেন আপনাকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত অথবা বিকল্প গুরুদন্ড প্রদান করা হইবে না এইমর্মে চূড়ান্ত কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

০৪। সেহেতু কর্তৃপক্ষ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপনি জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল, আপনাকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৬ এর ৪২(৬) প্রবিধি মোতাবেক অত্র ঘোষণা প্রাপ্তির ০৭(সাত)টি কার্যদিবসের মধ্যে কেন আপনার উপর প্রস্তাবিত শাস্তি আরোপ করা হইবেনা উহার যথোপযুক্ত কারণ দর্শানোর আদেশ দিলেন। নির্ধারিত সময় সমীর মধ্যে আপনি কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে মামলাটি একতরফা নিষ্পন্ন করা হইবে।

০৫। আপনার জবাব প্রদানের সুবিধার্থে তদন্ত প্রতিবেদন এক প্রস্থ এতদ্ সংঙ্গে প্রেরণ করা হইলো।

সংযুক্তঃ ০৫ (পাঁচ) পাতা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আদেশক্রমে,

১০/১/২১
(মোঃ ইসমাইল মিয়া)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

স্মারক নং পসব্য/প্রকা/প্রশা-২২(৮৯)/২০২০-২১/ ৬০০২(৬) তারিখঃ ১০-০১-২০২১খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিঃ সচিব) মহোদয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

০২। প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ সচিব) মহোদয়, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প।

০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা।

০৪। জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক/আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প, জেলাঃ খুলনা।

০৫। ব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা। ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে পত্রটি ডাউনলোড করে জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল, কম্পিউটার অপারেটর এর নিকট প্রাপ্তিস্বীকার রশিদের মাধ্যমে হস্তান্তরপূর্বক রশিদটি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

০৬। জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল (এম-৬৬১), কম্পিউটার অপারেটর (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ডুমুরিয়া শাখা, খুলনা।

০৭। নথি/ব্যক্তিগত নথি/মহানথি।

১০/১/২১
(মোঃ ইসমাইল মিয়া)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সাতক্ষীরা শাখা, সাতক্ষীরা

তারিখঃ০৯/১১/২০২০

স্মারক নং - পসব্য/সাশা/প্রশা-০১(১২)/২০২০-২০২১/২০৫৬

বরাবর
ব্যাবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক,প্রধান কার্যালয়
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার(লেভেল-৮)
৩৭/৩/এ,ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সুত্রঃপসব্য/প্রকা/প্রশা-২২(৮৯)/২০২০-২১/৮৩৭

মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প, ডুমুরিয়া শাখা, খুলনা এর কম্পিউটার অপারেটর জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল(সাময়িক বরখাস্ত)এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মোকদ্দমা নং-১০/২০২০-২১ এর তদন্ত প্রতিবেদন তদন্তপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হল।

০৯/১১/২০২০
বিশ্বজিৎ সরদার
(শাখা ব্যবস্থাপক)
সিনিয়র অফিসার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ও আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
সাতক্ষীরা শাখা, সাতক্ষীরা।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্ত
ডকেট নং.....
তারিখ.....
ডিএমডি
জি এম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর স্বাক্ষ
ডকেটকারীর স্বাক্ষর-

১৭/১১/২০২০
AGM

তদন্ত প্রতিবেদন

অভিযুক্ত কর্মচারীর নাম ও পদবীঃ মনোজিত কুমার মন্ডল, কম্পিউটার অপারেটর, ডুমুরিয়া শাখা, খুলনা।

ক্রমিক নং	অভিযোগের বিবরণ	তদন্তকালে অভিযুক্তের বক্তব্য	তদন্তকারী কর্মকতার পর্যবেক্ষন/মতামত	দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ	মন্তব্য
০১	প্রায়শঃই শাখা ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে অসদাচরণ এবং শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে ২৬.০৩.২০২০ ও ০২.০৭.২০২০ তারিখে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ।	০১)২৬.০৩.২০২০ এবং ০২.০৭.২০২০ তারিখে আমি শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ি। ২৬.০৩.২০২০ তারিখে শেষ কর্মদিবস ছিল কিন্তু শাখা ব্যবস্থাপক বেতন দিতে চাননি। এজন্য আক্ষেপ করতে থাকি যে, "বেতন না দিলে কাজ করে লাভ কি" ০২.০৭.২০২০ তারিখে স্যার আমার দ্বারা জোরপূর্বক বেতন করিয়ে নেন। করোনাকালীন সময়ে সোনালী ব্যাংক দ্রুত বন্ধ হওয়ায় বেতন দেওয়ার মতো হাতে সময় ছিল না।	০১) তদন্তকালে, উক্ত শাখার ২৫ জন কর্মচারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে, ১৮ জন সাক্ষী এই অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্য দেন।	০১) যেহেতু, অধিকাংশ সাক্ষী অভিযোগের পক্ষে বলেছেন, সুতরাং দন্ডবিধি ৩৮(খ) অনুযায়ী অসদাচরণমূলক অপরাধে দায়ী ব্যক্তি- ক) জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল (কম্পিউটার অপারেটর)	০১) জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল তার বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনো যৌক্তিক প্রমান দেখাতে পারেন নি।

১৪/১২/২০

বিশ্বজিৎ সরদার
সিনিয়র অফিসার
শাখা ব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সদর শাখা, সাতক্ষীরা।

তদন্ত প্রতিবেদন

অভিযুক্ত কর্মচারীর নাম ও পদবীঃ মনোজিত কুমার মন্ডল, কম্পিউটার অপারেটর, ডুমুরিয়া শাখা, খুলনা।

ক্রমিক নং	অভিযোগের বিবরণ	তদন্তকালে অভিযুক্তের বক্তব্য	তদন্তকারী কর্মকতার পর্যবেক্ষন/মতামত	দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ	মন্তব্য
০২	অবৈধভাবে শাখার সদস্যদের কাছে রেভিনিউ স্ট্যাম্প প্রতিটি ২০-৩০ টাকা বিক্রয়।	০১)আমি কখনোই রেভিনিউ স্ট্যাম্প বাবদ ২০-৩০ টাকা নেই নি। আমি ১২-১৫ টাকা নিতাম। এছাড়া, আমি কখনোই সদস্যদের নিকট রেভিনিউ স্ট্যাম্প বিক্রি করি নাই বরং কোনো মাঠ সহকারীর প্রয়োজন হলে তাকে দিতাম।	০১) তদন্তকালে, উক্ত শাখার ২৫ জন কর্মচারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে, ১২ জন সাক্ষী এই অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্য দেন। সরেজমিন তদন্তে বোধগম্য হয় যে, সে কিছু সংখ্যক রেভিনিউ স্ট্যাম্প কিনে রাখতো এবং কারোর জরুরী প্রয়োজনে তার কাছে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে বিক্রি করত।	০১) দন্ডবিধি ৩৮(চ) অনুযায়ী প্রতারণামূলক অপরাধে দায়ী ব্যক্তি-ক) জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল (কম্পিউটার অপারেটর)	০১)জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল তার বক্তব্যে স্বীকার করেছেন যে, তিনি তুলনামূলকভাবে বেশি দামে রেভিনিউ স্ট্যাম্প বিক্রি করতেন।

১১/১১/২০২০

বিশ্বজিৎ সরদার
সিনিয়র অফিসার
শাখা ব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সদর শাখা, সাতক্ষীরা।

তদন্ত প্রতিবেদন

অভিযুক্ত কর্মচারীর নাম ও পদবীঃ মনোজিত কুমার মন্ডল, কম্পিউটার অপারেটর, ডুমুরিয়া শাখা, খুলনা।

ক্রমিক নং	অভিযোগের বিবরণ	তদন্তকালে অভিযুক্তের বক্তব্য	তদন্তকারী কর্মকতার পর্যবেক্ষন/মতামত	দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ	মন্তব্য
০৩	ঋন প্রদানের সময় শাখার মাঠ সহকারীদের নিকট হতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবৈধ টাকা দাবি এবং টাকা না দেওয়ায় ঋণ প্রদান বিলম্বিতকরণ। এছাড়া, ঋন প্রদানের সময় জনাব ইতিকনা মন্ডলের নিকট থেকে অবৈধভাবে ৭০০ টাকা গ্রহণ।	০১)আমি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোনো মাঠ সহকারী কিংবা সদস্যের থেকে কোনো প্রকার অবৈধ টাকা চাই নি। আমি ইতি কনা মন্ডলের নিকট থেকে কোনো প্রকার অবৈধ টাকা নেই নি।।	০১) তদন্তকালে, উক্ত শাখার ২৫ জন কর্মচারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে, ১৬ জন সাক্ষী এই অভিযোগের পক্ষে বলেছেন। ৯ নং সাক্ষী বলেছেন লোন দেওয়ার সময় ,"কিছু তো দিবেন" এমন ইঙ্গিত করে অবেধ টাকা চাইতেন। ৩নং, ১০ নং, ১৪ নং, ১৭ নং, এবং ২২ নং সাক্ষী গণও ঋণ বাবদ অবৈধ টাকা ইঙ্গিত করে চাওয়ার পক্ষে বলেছেন। সার্বিক বিশ্লেষনে দেখা যায়, অধিকাংশ সাক্ষী ঋণ প্রদান বিলম্ব হওয়ার পিছনে অবৈধ টাকা না দেওয়াকে উল্লেখ করেছেন। ০২) সাক্ষীগণের মধ্যে ০৬ জন সদস্য ইতি কনা মন্ডলের কাছে অবৈধভাবে ৭০০ টাকা চাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।	০১) দন্ডবিধি ৩৮(ক) এবং ৩৮(চ) অনুযায়ী দায়িত্ব অবহেলা এবং প্রতারণার জন্য দায়ী ব্যক্তি- ক) জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল (কম্পিউটার অপারেটর)	০১)জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল তার বক্তব্যের পক্ষে কোন যৌক্তিক প্রমান দেখাতে পারেন নি।

[signature] ৯/১১/২০২০

বিশ্বজিৎ সরদার
সিনিয়র অফিসার
শাখা ব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সদর শাখা, সাতক্ষীরা।

তদন্ত প্রতিবেদন

অভিযুক্ত কর্মচারীর নাম ও পদবীঃ মনোজিত কুমার মন্ডল, কম্পিউটার অপারেটর, ডুমুরিয়া শাখা, খুলনা।

ক্রমিক নং	অভিযোগের বিবরণ	তদন্তকালে অভিযুক্তের বক্তব্য	তদন্তকারী কর্মকতার পর্যবেক্ষন/মতামত	দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ	মন্তব্য
০৪	বিভিন্ন সমিতির সভাপতি/ম্যানেজারদের সম্মানী ভাতা প্রদানের সময় তাদের নিকট থেকে ভাতা প্রতি ১০০ টাকা গ্রহণ।	০১) আমি সভাপতি/ম্যানেজারগণের সম্মানীভাতা বাবদ কখনোই অবৈধ টাকা চাই নি।	০১) ২ নং, ৩ নং, এবং ৭ নং সাক্ষীগণ অভিযোগের পক্ষে বললেও তা যথোপযুক্ত নয়।	০১) পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে সঠিক দায়ভার নিরুপণ করা যায় নি।	০১) কোন পক্ষ তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমান উপস্থাপন করতে পারে নি।
০৫	প্রায়শঃই অফিস সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই অফিস ত্যাগ-করণ এবং মাঠ সহকারীদের সংগৃহীত টাকা জমা না নিয়ে রুমের দরজা বন্ধকরণ।	০১) বিকাল পাঁচ ঘটিকার পূর্বে কখনোই অফিস ত্যাগ করি নাই। দরজা বন্ধ করে টাকা না নেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ সত্য নয়। যেহেতু, করোনাকালীন সময়ে সোনালী ব্যাংক ২.০০ ঘটিকায় বন্ধ হত সেহেতু সবাইকে বারংবার তগিদ দিতাম।	০১) উক্ত শাখার ১৩ জন কর্মচারী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সে প্রায়শঃই অফিস সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই অফিস ত্যাগ করত। ০২) তদন্তে ১ নং, ৩নং, ১০নং, ১৩ নং, ২৩ নং, এবং ২৪ নং সাক্ষী গণ উল্লেখ করেছেন যে, অনেক সময় তাদের সংগৃহীত টাকা জমা না নিয়ে খারপ আচরন করেছেন।	০১) দন্ডবিধি ৩৮(ক) এবং ৩৮(খ) অনুযায়ী দায়িত্ব অবহেলা এবং অসদাচরণে দায়ী ব্যক্তি- ক) জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল(কম্পিউটার অপারেটর)	০১) জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল(কম্পিউটার অপারেটর) তার বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমান উপস্থাপন করতে পারে নি।
০৬	২৭.০৪.২০২০ তারিখ থেকে ০৭.০৫.২০২০ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত।	০১)আমি ২৭.০৪.২০২০ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলাম। আমার বাড়ি অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় হওয়াতে করোনা মহামারী কালীন সময়ে যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে আমি তা শাখা ব্যবস্থাপক মহোদয়কে মুঠো ফোনে অবহিত করি।	০১)তদন্তে ২৫ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৩ জন অভিযোগের সমর্থনে বলেছেন। এছাড়া হাজিরা খাতাতে তার উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় নি।	০১) দন্ডবিধি ৩৮(ক) অনুযায়ী দায়িত্ব অবহেলায় দায়ী ব্যক্তি- ক) জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল(কম্পিউটার অপারেটর)	০১) জনাব মনোজিত কুমার মন্ডল(কম্পিউটার অপারেটর) নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি উল্লেখিত সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন।

০৭/০৯/২০২০

বিশ্বজিৎ সরদার
সিনিয়র অফিসার
শাখা ব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সদর শাখা, সাতক্ষীরা।